আজকের কাগজ

তারিখ 24 SEP 1993
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের সমাবেশে শিক্ষা স্বরাষ্ট্র ও তথ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি

❑ ৫ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের সামনে অবস্থান ধর্মঘট

কাগজ প্রতিবেদক ঃ বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন অবিলম্বে শিক্ষামন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও তথ্যমন্ত্রীর অপসারণ দাবি করেছে।

দু'দিনব্যাপী ধর্মঘটের পর গতকাল ঢাকায় ফেডারেশনের এক মহাসমাবেশ থেকে এ দাবি জানানো হয়।

জাহাঙ্গীরনগর, ইসলামী ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের সর্বস্তরের শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে এবং সন্ত্রাস মোকাবেলায় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ ও অভিযুক্ত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারে ব্যর্থতার জন্যে শিক্ষামন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অপসারণ দাবি করা হয়। জাহাংগীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ২৯ জুলাই সংঘটিত সন্ত্রাসী ঘটনায় জড়িতদের পৃষ্ঠপোষকতাদান, জাতীয় সংসদে ১৫ সেপ্টেম্বর এ সম্পর্কে অসত্য ভাষণ এবং ফেডারেশন নেতাদের তথা শিক্ষক সমাজের প্রতি অবমাননাকর উক্তির কারণে ফেডারেশন তথ্যমন্ত্রীর অপসারণ দাবি করেছে। তথ্যমন্ত্রী যে সব অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন- সে সব অনুষ্ঠান বর্জন সংক্রান্ত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সিদ্ধান্তের প্রতিও ফেডারেশন সমর্থন জানিয়েছে।

জাহাঙ্গীরনগর ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল অভিযুক্ত সন্ত্রাসীর আটক ও বিচার এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মিথ্যে ও ষড়যন্ত্রমূলক মামলা বাতিলের দাবিতে গতকাল ফেডারেশন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের এ মহাসমাবেশের আয়োজন করে। দেশের সব ক'টি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আসা শিক্ষকরা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর থেকে মৌন মিছিল করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে এই মহাসমাবেশে মিলিত হন। কেন্দ্রের মিলনায়তনে ফেডারেশন সভাপতি অধ্যাপক খন্দকার মুস্তাহিদুর রহমানের সভাপতিত্বে ও মহাসচিব ডঃ আবদুর রহিমের পরিচালনায় এ মহাসমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন প্রফেসর মু. কায়েসউদ্দিন, প্রফেসর মুনসুরুল আমিন, প্রফেসর আবদুর রাজ্জাক আকন্দ, প্রফেসর জসিমউদ্দিন আহমদ, প্রফেসর সাঈদ-উর রহমান, আনু মুহাম্মদ, প্রফেসর শহীদুল্লাহ তালুকদার, রেজাউল করিম, জয়নুল আবেদিন, ডঃ মোহাম্মত খান নুরুল্লাহ, ডঃ মুহম্মদ হুমায়ুন কবির, প্রফেসর সৈয়দ আব্দুল হাই, প্রফেসর আমিনুল ইসলাম, প্রফেসর শমসের আলী, প্রফেসর এনামুল হক ও কামাল উদ্দিন।

বক্তারা সন্ত্রাসের মূলোৎপাটনে সরকারি ভূমিকার সমালোচনা করে বলেন, ফেডারেশন ও-এর অঙ্গসংগঠনগুলো দীর্ঘদিন ধরে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের মাধ্যমে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস দমনে অভিযুক্ত সন্ত্রাসীদের আটক ও বিচার এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে মামলা বাতিলের দাবি জানিয়ে এলেও সরকার আজ পর্যন্ত তেমন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। সরকারের এই ভূমিকায় উৎসাহিত হয়ে সন্ত্রাস আজ দেশের বিভিন্ন শিক্ষাঙ্গনে মহামারির মতো ছড়িয়ে পড়েছে। এ প্রসঙ্গে বক্তারা রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক রক্তক্ষয়ী ছাত্র সংঘর্ষের উল্লেখ করে বলেন, বিভিন্ন মহল থেকে এ বিষয়ে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হলেও সরকার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ না করে নিষ্ক্রিয় থাকে, যার পরিণতিতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তিনটি তরুণ জীবন অকালে ঝড়ে পড়েছে।

বক্তারা বলেন, জাতীয় সংসদে তথ্যমন্ত্রী ফেডারেশনের সভাপতি প্রফেসর খন্দকার মুস্তাহিদুর রহমানের ভিসি না হওয়ার সঙ্গে সন্ত্রাসী ঘটনাকে যেভাবে সম্পর্কযুক্ত করার প্রয়াস পেয়েছেন, তাকে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক বলে অভিহিত করে বক্তারা বলেন, এ অসত্য বক্তব্যের মাধ্যমে একদিকে যেমন সন্ত্রাসীদের গা বাঁচানোর প্রয়াস পাওয়া হয়েছে, একজন সম্মানিত প্রবীণ শিক্ষককে জনসমক্ষে মানহানি করা হয়েছে তেমনি শিক্ষক সমাজকেও হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে।

নির্বাহী কমিটির সভায় গৃহীত প্রস্তাবে শিক্ষাঙ্গনসমূহে ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাসী তৎপরতায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলা হয়, সন্ত্রাসীদের অপতৎপরতার ফলে জাতির ভবিষ্যৎ আজ ধ্বংস হতে চলেছে। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে দলমত শ্রেণী নির্বিশেষে সকলের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা ও সম্মিলিত প্রয়াস গ্রহণ অপরিহার্য বলে অভিমত ব্যক্ত করা হয়। এ প্রেক্ষিতে ফেডারেশন সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে সন্ত্রাসী ও সন্ত্রাস লালনকারীদের বিরুদ্ধে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য সর্বস্তরের শিক্ষক, অভিভাবক, পেশাজীবী, রাজনীতিক তথা সকল বিবেকবান মানুষের প্রতি আহবান জানিয়েছে।

এ দাবিসমূহ অবিলম্বে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ফেডারেশন আগামী ৫ অক্টোবর দেশের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ে অবস্থান ধর্মঘট করবেন। আগামী ১০,১১,ও ১২ অক্টোবর দেশের সব ক'টি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ধর্মঘট পালন করা হবে। তবে পরীক্ষাসমূহ এ ধর্মঘটের আওতার বাইরে থাকবে। ধর্মঘটের শেষ দিনে ১২ অক্টোবর ঢাকা লাগাতার ধর্মঘটসহ অন্যান্য কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।